International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 67-72
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

আধুনিকতা ও সামাজিকতার নির্মাণ: দু'টি পরিপ্রেক্ষিত (সমাজ ও সামাজিকতত্ত্ব এবং গান্ধিজির সামাজিকতায় আম্বেদকরের সমালোচনা)

Chandan Das
M. Phil Scholar, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, West Bengal, India.

Abstract

Modernity and the making of the social is an important perspective in post-independence period. Society is formed with several elements and such interaction among them makes the society into 'Social'. Emile Durkheim and Bruno Latour examine the interactions with such elements of the society. As a result of the interaction, I argue Dr. B. R. Ambedkar's critique of the Gandhian social and how it is related to the society of Caste.

Key Words: Making of the Social, Discrimination & Politics of Identity

---

ভূমিকা : সমাজ হল কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার সমস্ত জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ সম্পর্কীয় ধারণা, তাঁদের আন্তঃসম্পর্ক, আদপ-কায়দা সবই সমাজের অন্তর্গত যা অন্য একটি সমাজ থেকে পৃথক করেছে। সমাজে একপ্রকারের কাঠামো রয়েছে যেখানে ঐ নির্দিষ্ট সমাজ অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষের মধ্যে রীতিনীতি, আচরণের সাম্যতা রয়েছে। প্রতিটি সমাজেই কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে, যার দ্বারা সমাজ কাঠামো পরিচালিত হয় সর্বোপরি প্রতিটি সমাজের কাঠামো আবার একপ্রকার নয়, মানবগোষ্ঠীর পরিবর্তনের সাথে তাঁদের আদপ-কায়দা, রীতিনীতিরও বিশেষ পরিবর্তন হয়, ফলে সামাজিক কাঠামোয় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই সামাজিক কাঠামো বা আকার হল বিমূর্ত বা আক্ষরিক অর্থে আকার না থাকলেও মানবিক কার্যাবলীর দ্বারা সমাজের আকার নিরূপিত হয়। আর সমাজ বিজ্ঞান বা Social Science সমাজ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে অর্থাৎ সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হয়। সমাজ বিষয়ক আলোচনায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হল।

সমাজকে ভৌগলিক ভাবে বদ্ধ হতে হবে কারণ ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই পাশাপাশি দুটি সমাজকে পৃথক করা যাবে, তাঁদের রীতিনীতি ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে। ভৌগলিক অবস্থানের সাথে সাথেই সামাজিক রীতিনীতি, আদপ-কায়দা ও সংস্কৃতির ধরনে আসে পরিবর্তন।

প্রতিটি সমাজের নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে যা ভীষণ ভাবেই নির্দিষ্ট ঐ সমাজের জন্য। ফলে সামাজিক ঘটনাবলীতে আসে স্বতন্ত্রতা যা পাশাপাশি অপর একটি সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা যুক্ত।

সমাজকে বোঝার মূল চাবিকাঠি হল শ্রেণি, জাতি প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি কোন সমাজের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কারণ জাত, ধর্ম, শ্রেণি ব্যাবস্থা সামাজিক গঠনকে পূর্ণতা প্রদান করে, অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি সকল

সমাজের জাত ব্যাবস্থা, শ্রেণি কাঠামো ও ধর্মীয় অনুশাসন একরকমের নয়, ফলত সামাজিক বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র রূপ ফুটে ওঠে।

সমাজ হল প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি মানুষের মধ্যে চলেছে চরম প্রতিযোগিতা সমাজের সাথে। কারণ প্রত্যেককেই লড়াই বা সংগ্রামের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। সকলেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলেও প্রত্যেকে আশানুরূপ ফল করে না। কেউ সফলতা প্রাপ্তির দ্বারা আরও উচ্চ শিখরে ওঠে আবার কেউ সামাজিক পরিস্থিতির সাথে লড়তে না পেরে বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ Durkheim এর মতে সামাজিক রীতিনীতি, আদপ-কায়দার সাথে যদি কেউ মানিয়ে নিতে না পারে তবে সে আত্মহত্যা করে। যখন কোন সমাজ অন্তর্ভুক্ত মানুষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তখন সে আত্মহত্যা করে।

Durkheim ও সামাজিকতা: Durkheim আত্মহত্যাকে তিন'ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা আত্মকেন্দ্রিক, পরার্থমূলক ও নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা। Durkheim মূলত বস্তু সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে তিনি বলেন যখন ব্যক্তির ওপর বস্তুর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, তখন সে আত্মহত্যা করে অর্থাৎ সমাজ হল বস্তু আধারিত বিষয়ের সমষ্টি, ফলে যখন ব্যক্তির চারপাশে থাকে নিয়ন্ত্রিত জগত, তখন তার ওপর থেকে মোহমুক্তি ঘটলেই, ব্যক্তি আত্মহত্যা করে।

সামাজিক মূল্যবোধের জন্যে যখন আত্মহত্যা করে তাকে পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলে অর্থাৎ সামাজিক কোন ঘটনা যখন ব্যক্তিকে পীড়া দেয়, তার ফলে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা হল ওপর দুই এর বিপরীত অর্থাৎ যখন কোন সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় অর্থাৎ দাঙ্গা, হাঙ্গামা বা কোন অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দেখা দিলে ব্যক্তি সমাজ থেকে বাঁচতে এই প্রকার আত্মহত্যা করে যা ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকেও অস্থির সমাজ ব্যাবস্থা অনেকাংশে দায়ী।

Durkheim বলেন যে আত্মহত্যার ব্যক্তিগত ঘটনা হলেও তার কারণ অবশ্যই সামাজিক অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করায়। সমাজের অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তি পিছিয়ে পড়ে, ফলে আত্মহত্যা করে। Durkheim এর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল সমাজতত্ত্ব। তিনি সমাজতত্ত্বকে সামাজিক ঘটনার বিজ্ঞান হিসেবে আলোচনা করেন, বাস্তবতাই যার একমাত্র রূপ। কারণ বাস্তবীয় দিকগুলিকে মাথায় রেখে আত্মহত্যা তত্ত্বটি আলোচনা করেন অর্থাৎ বলা যায় যে আত্মহনন বিষয়টি একদম শেষ পর্যায়ে সংঘটিত প্রক্রিয়া যখন ব্যক্তির সমাজ থেকে কোন প্রাপ্তি থাকেনা ও সমাজের সামাজিকতাগুলি যখন ব্যক্তি আর মেনে নিতে পারেনা, তখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আত্মহনন বিষয়টি অনেকাংশে সামাজিক স্তরায়নের সাথে সাদৃশ্য দেখা যায়। কারণ অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যে স্তরায়নের সৃষ্টি হয়। সেখানে সফলরা উচ্চ ক্রমপর্যায়ে থাকলেও অসফলরা একেবারে নিম্নসীমায় অবস্থান করে। ফলে দ্বন্দ্ব, নৈরাশ্য ও সামাজিকতা বিমুখ হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয় যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট আলোচনার ক্ষেত্রে।

ব্রুন লাটুর ও সামাজিকতা: লাটুরের মতে বস্তু হল সামাজিকতার মাধ্যম অর্থাৎ আবেগ, অনুভূতি উপলব্ধির মাধ্যম হল কোন বস্তু, অর্থাৎ যদি কারো সাথে কথা বলা হয় টেলিফোনের মাধ্যমে তাহলে ফোন হল সেই বস্তু বা সামাজিকতার মাধ্যম, যার দ্বারা এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে আবেগ, অনুভূতি ও উপলব্ধির বিনিময় হয়। ফলে একথা বলা যায় যে বস্তু মাধ্যম হলেও এর বিশেষ ভূমিকা আছে। কারণ সামাজিকতা বিনিময় হল যে কোনো সমাজ ব্যাবস্থার অন্যতম রূপ। তাই বস্তু এখানে সামাজিকতার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়, যেমন – টেলিভিশনে যদি কোন ব্যক্তি কোন অনুষ্ঠান দেখে, তবে সেই ব্যক্তি বস্তু অর্থাৎ টেলিভিশনের মাধ্যমে অপর কোন ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে পারে বা অনুভূতিলাভ করতে পারে, অর্থাৎ বলা যায় যে বস্তু মাধ্যমে একপ্রকার যোগাযোগ সম্পর্ক কার্যকরী হয়ে থাকে একে লাটুর 'Action Network Theory' বলা হয়, যেখানে একপ্রকার

Network বা জাল বিন্যস্ত হয়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যকোন ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে ও পাশাপাশি ভাবের বিনিময়ও সম্ভব হয়।

Action Network Theory

যদিও বলা যায় যে বস্তু বা মাধ্যমে অর্থাৎ যার সাহায্যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে উপলব্ধ হয়, সেই বস্তু বা মাধ্যম হল অন্যতম শক্তিশালী একটি মাধ্যম। কারণ বস্তুর মাধ্যমে সামাজিক বিষয়ের ধারণা লাভ হয় যা সামাজিক ঘটনা প্রবাহকে ত্বরান্বিত করে। লাটুরের মতে বস্তুকে কেন্দ্র করেই সামাজিকতার প্রক্ষোভগুলি বিকশিত হয় যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Durkheim মূলত বস্তুর আধারিত জগতের কথা বলতেন, যেখানে বস্তুর ওপর নির্ভর করাই শেষ কথা। কিন্তু লাটুর বস্তু সত্যকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর মতে বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে এক আন্তঃসম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে সৃষ্টি হয় নতুন উপলব্ধি। ব্যক্তির ওপর শুধুমাত্র বস্তুর নিয়ন্ত্রণ নয়, বস্তুর সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেও সামাজিকতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো যায়। এক্ষেত্রে বলা সঙ্গত যে লাটুর Durkheim এর তত্ত্বকে অতিক্রম করে গেছেন, যেখানে আত্মহত্যা বা নৈরাশ্যই শেষ কথা নয়। বস্তু আধারিত জগতে জীবনের প্রতিটি পদে বস্তু সত্ত্বা ব্যক্তি সত্ত্বাকে আরও ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করে।

সামাজিকতার মাধ্যম হিসেবে উক্ত তত্ত্বগুলি আলোচিত হলেও সামাজিক সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা বেশ জটিল। বিশেষ করে সমাজের জাতি ভিত্তিক আলোচনা প্রধান সমস্যা সৃষ্টির কারিগর। নিম্নে সামাজিক সমস্যার আলোচনার ফল হিসেবে বি. আর. আম্বেদকর মহাশয়ের মহাত্মা গান্ধির সামাজিকতা সমালোচনামূলক আলোচনায় সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হল যা সমাজ ও সভ্যতার নির্দিষ্ট দৃশ্যপট প্রকাশের সহায়ক হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধির সামাজিকতার সমালোচনায় ড. বি. আর. আম্বেদকর: ভারতবর্ষে জাতি প্রথার উদ্ভব হয় প্রাচীন বৈদিক যুগে বিশেষ করে হিন্দু সমাজ ব্যাবস্থায়। সমাজকে বিভাজিত করা হয় উচ্চ-নীচ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে। সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষের জন্য কোন সামাজিক স্বীকৃতি না থাকায় ক্রমাগত তারা পদদলিত হত তথাকথিত সমাজের উচ্চ শ্রেণির দ্বারা, যা সামাজিক অসাম্য বা Social Inequality বলে জানি। প্রাচীন বৈদিক সমাজ ব্যাবস্থার নগ্ন প্রতিরূপের ধারা বর্তমান ভারতীয় তথা আধুনিক সমাজ। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষের চিত্রও বিশেষ আলাদা নয়। জাতিভেদ প্রথার নিষ্ঠুর পরিহাস লক্ষ্য করেছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর তাঁর নিজস্ব বাস্তব জীবনে। তথাকথিত নিচু জাতির মানুষ হওয়ায় প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হত উগ্র বিদ্বেষ। আর সেখান থেকেই শুরু সংগ্রাম নিম্ন জাতির মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর, যদিও তার পথ খুব একটা সহজ ছিলনা। কারণ ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছিলো, সেখানে আম্বেদকরের আন্দোলন নিয়ে ছিল অনেক প্রশ্ন চিহ্ন। কংগ্রেসি জাতীয় নেতারা ছিলেন অধিকাংশ উচ্চ বর্ণীয় বা উচ্চ জাতির হিন্দু নেতা, তাঁদের বিভাজন করা সহজ ছিলনা। আর সব থেকে বড় কথা হল সংখ্যালঘুদের দাবি শোনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না কোন নেতা। সংখ্যাগুরু বা Majority দের দাপটে সংখ্যালঘু বা Minority দের ভাব প্রকাশ হওয়ার সুযোগ ছিলনা। ড. আম্বেদকর চেয়েছিলেন জাতি বা Caste প্রথার বিলোপসাধন করতে। জন্মের পর শিশুটি জানতে পারেনা কোন জাতির মধ্যে তার অবস্থান। যে জাতি ব্যাবস্থা মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করে, বিভাজনকে বাড়িয়ে তোলে, সেই ব্যাবস্থাকে আদর্শ বলা সম্ভব নয়। কিন্তু গান্ধিজি ছিলেন 'বর্ণ' ব্যাবস্থার পরিপন্থী। বর্ণ ব্যাবস্থা বলতে হিন্দু সমাজ ব্যাবস্থায় বৈদিক যুগ থেকে চলে আসা কাঠামোই স্থায়ী ছিল, যেখানে সমাজকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হত, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সামাজিক কাঠামোয় শূদ্রেরা হল অস্পৃশ্য বা Untouchables, যাদের সামাজিকভাবে শোষণ করতেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, যদিও আম্বেদকর প্রকাশিত Caste বা জাতি প্রথা প্রায় সম্পূর্ণভাবে এক গান্ধিজি

বর্ণিত বর্ণ প্রথার সাথে, যদিও গান্ধিজি কখনোই তা মেনে নিতে বা প্রকাশ করতে চাননি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় হয়তো গান্ধিজি বুঝতেই পারেননি Caste বলতে আম্বেদকর মহাশয় কি বলতে চেয়েছেন নতুবা তিনি চাননি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করতে। কারণ সেসময়ে জাতীয় দলের মূল নেতারা উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায়, তিনি সংশয় ও ভয়ে ছিলেন যাতে তাঁর পদ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মহলে। তাই জাতি প্রথার বিলুপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধ মোত পোষণ করেছিলেন তিনি। তিনি একথাও বলেছেন যে "Caste system was better than the class system. Caste was the best possible adjustment of social stability[1]" অর্থাৎ তাঁর মতে Caste বা জাতি প্রথার বিলোপের কোন প্রয়োজন নেই। শ্রেণি ব্যাবস্থার থেকে জাতি ব্যাবস্থা অনেক ভালো। জাতি ব্যাবস্থা সামাজিক স্থিতাবস্থার পরিচয় বহন করছে অর্থাৎ তিনি ভয় পেয়েছিলেন যদি Caste বা জাতি ব্যাবস্থার বিলোপ করা যায়, তবে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, শুরু হতে পারে দাঙ্গা বা বিদ্রোহ। কিন্তু আম্বেদকর যে Untouchables বা অস্পৃশ্যদের কথা বলেন তাদের সামনের সারিতে আনার উদ্দেশ্যে জাতি প্রথার বিলোপের কথা বলতেন, যদিও গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছিলেন বিংশ শতকের প্রথম দশকে, তাঁর এই জাতি বিরোধী দ্বৈত অবস্থান সমর্থন করেনি আম্বেদকর মহাশয়। লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি গোল টেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্য বা Untouchables দের নিয়ে সরব হয়েছিলেন ড. আম্বেদকর মহাশয়, কিন্তু ফলাফল সদর্থক ছিলনা, যদিও ১৯৩২ সালের ২৪সে সেপ্টেম্বর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩২ সাল)পুনা চুক্তির মাধ্যমে আম্বেদকরকে বাধ্য করা হয়েছিলো গান্ধিজির সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতিকে মেনে নিতে। চুক্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় অস্পৃশ্য বা Untouchables দের সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিলো। আলাদা বা পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্রের কথা বলা হয় উক্ত চুক্তির মাধ্যমে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন একজন দলিত নেতা, গান্ধিজি, আম্বেদকর ও অন্যান্যরা। সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে ড. আম্বেদকরকে চুপ করিয়ে দেওয়া হলেও, বাস্তব কিন্তু ছিল স্বীকৃতি থেকে কয়েকশো যোজন দূরে।

শূদ্রের জাগরণ কি সম্ভব ?

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বর্তমান ভারত পুস্তকে শূদ্র জাগণের কথা বলতেন, অর্থাৎ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে অকথ্য অত্যাচার আর শোষণ করা হত অবেলিত মানুষদের। কিন্তু শূদ্র জাগরণের কথা বলা হলেও একথা কেউ বলেননি যে জাতি ব্যাবস্থা সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। গান্ধিজি শ্রেণি শোষণকে গুরুত্ব দিলেও জাতি ব্যাবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করলে এটা বোঝা যায় যে জাতি ব্যাবস্থা ও শ্রেণি কাঠামো প্রায় পরিপূরক ছিল। রাজনীতি সবসময়য় হয়েছে Untouchables বা অস্পৃশ্যদের নিয়ে, কিন্তু সংখ্যাগুরুতাত্ত্বিক বা Majoritization ধারণার কোন পরিবর্তন করা যায়নি। উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় হল Majority এর অংশ, অর্থাৎ এদের কথা শোনার বাধ্যবাধকতা আছে , সংখ্যালঘুদের বা Minority দের অবদলিত করে। তাই সংখ্যালঘুতাত্ত্বিক বা Minoritization নয় Majoritization বা সংখ্যাগুরুতাত্ত্বিক বিষয়টি আজ প্রাধান্য পেয়েছে, যদিও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অস্পৃশ্যদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মিলেছে। কারণ সাংবিধানিক খসড়া তৈরিতে ড. আম্বেদকর তপশীলি জাতি, উপজাতি ও দলিত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করেছেন। শিক্ষা, চাকরি, সাধারণ নির্বাচনেও তাদের সাংবিধানিক অধিকারে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, যাতে সমাজের সামনে আরও এক ধাপ এগোতে পারে অস্পৃশ্য বা Untouchables সম্প্রদায়। কারণ প্রতিটি বড় সরকারী পদে আজও উচ্চ শ্রেণির মানুষের প্রভাব রয়েছে, ব্রাত্য থেকে অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষেরা। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের চিত্রে অস্পৃশ্য জাতির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ও দক্ষিণ

[1] Ambedkar, B. R(1936). "Annihilation of Caste", Colombia University Press. Retrieved 20th March 2017.

দিনাজপুরে রয়েছে প্রচুর তপশীলি জাতির[2] বাস। এদের মধ্যে নমশূদ্র নামক নিচু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের কথা আমরা অনেকাংশে জানতে পেরেছি হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের অদমনীয় সংগ্রামের মাধ্যমে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ও সামাজিক উন্নতির লক্ষে তপশীলি জাতি ও উপজাতি মানুষদের ক্ষমতা প্রদান, এদের বিশেষ করে সাহায্য করেছে, যদিও বারে বারেই এদের রাজনৈতিক শক্তিকে নষ্ট করতে সরকার ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করেছে তাঁদের বসবাস ক্রিয়া।

দলিত সম্পর্কিত সমকালীন রাজনীতি : স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দলিত সম্প্রদায়ের কথা সমাজের সামনে তুলে ধরতে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, যেমন মায়াবতী, মুলায়ম সিংহ যাদব এদের মত নেতা নেত্রীরা সরব হয়েছে দলিতদের ক্ষমতায়নে। দলিত স্বার্থে মায়াবতী ও মুলায়ম সিংহ যাদব রাজনৈতিক দল গড়ে তুললেও সুযোগ বুঝে সংখ্যাগুরু বা Majoritization রাজনীতির সাথে হাত মিলিয়েছে। পরবর্তী কালে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ব্যাবস্থার কাঠামোকে পরিবর্তন করা হয়েছে ১৯৮০[3] সাল ও তার পরবর্তী সময়ে। সার্বিক ভাবে বলতে গেলে অবদলিত মানুষদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় করেছে, যদিও সামাজিক অধিকার থেকে এখনও বঞ্চিত। তথাকথিত সংখ্যাগুরু বা Majority সমাজ ব্যাবস্থায় সংখ্যালঘু বা Minority দের অধিকার স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়েছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর মহাশয়।

অস্তিত্বের রাজনীতি: অস্তিত্বের রাজনীতিতে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে এগিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন ডক্টর বি. আর. আম্বেদকর মহাশয়। বর্তমান সময়কালের যে পতিদার আন্দোলন[4] তাও পতিদার সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে আসার দাবিকে অনেকাংশে সমর্থন করে, যদিও আন্দোলনের ধারা ও রীতিনীতির মধ্যে কাঠামোগত দুর্বলতা লক্ষণীয়। মূল বিষয় হল সামাজিকভাবে দলিত বা অবহেলিত মানুষগুলি ক্রমাগত অত্যাচার ও শোষণের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে বা তাঁদের অস্তিত্ব বা Identity রক্ষা করতে ক্ষমতায়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এখানেই আম্বেদকর মহাশয় সংখ্যাগুরু রাজনীতির সাথে অস্পৃশ্য বা Untouchables দের সমতা রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। সংখ্যাগুরু রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি চলার পথ খনিকটা মসৃন হয়েছে, যদিও গান্ধিজির সংখ্যাগুরু রাজনীতির প্রশ্ন তোলা হলেও, মূল ভাবনা ছিল সকল সম্প্রদায়কে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসা কোন বিভেদ না করে। তাই গান্ধিজির রাজনীতিকে পুরোপুরি সংখ্যাগুরুর রাজনীতি বলা হবে তা প্রশ্নের সম্মুখীন। পরোক্ষ অর্থে তিনি জাতি ব্যাবস্থা থাকার পক্ষপাতি ছিলেন রাজনৈতিক স্থিরতা বজার রাখার জন্য। আর আম্বেদকর চেয়েছিলেন জড় হয়ে থাকা সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন, তা সম্ভব না হলেও দলিত মানুষদের ব্যক্তিত্বের ক্ষমতায়ণের চেষ্টা করেছেন যা বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য ও স্মরণীয় ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে ঘটনাক্রম সমাজ ও সামাজিকতায় প্রভাব বিস্তার করছে উপরিউক্ত আলোচনাগুলি তার প্রকৃত উদাহরণ বলা চলে, যদিও তা 'Modernity and the making of Social' তৈরিতে কতটা কার্যকরী হয়েছে তা অবশ্যই প্রশ্নের সম্মুখীন।

References:

[2] Source: Census of India

[3] Source: www.wikipedia.org

[4] হার্দিক প্যটেলের নেতৃত্বে পতিদার সম্প্রদায় তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলে ২০১৫ সালের ৬ই জুলাই থেকে গুজরাট রাজ্যে অনগ্রসর শ্রেণির আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য, যদিও তা সমালোচিত হয়েছে।

1. *Arundhati Roy. "The Doctor and the Saint". caravanmagazine.in. Retrieved 6 April 2014. "Annihilating caste". Frontline. 16 July 2011. Retrieved 22 March 2014."We Need Ambedkar--Now, Urgently...". Outlook. The Outlook Group. Retrieved 5 April 2014.*
2. *Deepak Mahadeo Rao Wankhede (2009). Geographical Thought of Doctor B.R. Ambedkar. Gautam Book Center. pp. 6–. ISBN 978-81-87733-88-1. "A Vindication Of Caste By Mahatma Gandhi". Columbia University. Harijan. Retrieved 23 March 2014.*
3. *Fitzgerald, Timothy (16 December 1999). The Ideology of Religious Studies. Oxford University Press. pp. 124–. ISBN 978-0-19-534715-9.*
4. *B. R. Ambedkar. "The Annihilation of Caste". Columbia University. Retrieved 23 March 2014."The Doctor and the Saint". The Hindu. 1 March 2014. Retrieved 23 March 2014.Anand Teltumbde. "An Ambedkar for our times". The Hindu. Retrieved 5 April 2014.*
5. *Timothy Fitzgerald. The Ideology of Religious Studies. Oxford University Press. p. 124. ISBN 978-0195167696.*
6. *Durkheim, Émile (1895). The Rules of Sociological Method. p. 14. The first and most fundamental rule is: Consider social facts as things.*
7. Simpson, George (Trans.) in Durkheim, Emile "The Division of Labour in Society" The Free Press, New York, 1993. p. Ix.
8. Wheeler, Will. *Bruno Latour: Documenting Human and Nonhuman Associations* Critical Theory for Library and Information Science. Libraries Unlimited, 2010, p. 189.
9. *Steve Fuller, "Science and Technology Studies", in The Knowledge book. Key concepts in philosophy, science and culture, Acumen (UK) and McGill-Queens University Press (NA), 2007, p. 153.*
10. *"Kin of 12 Patidars killed during quota stir to get Rs3 lakh aid". The Times of India. 14 April 2016. Retrieved 2016-04-18.*
11. *"Patidar agitation: Uneasy calm in violence-hit Gujarat, death toll rises to 10". The Times of India. PTI. 27 August 2015. Retrieved 2015-08-31.*
12. *"Rajkot man commits suicide in support of Patidar agitation". Business Standard News. 26 September 2015. Retrieved 2015-09-28.*
13. *"No hasty arrest in last week's violence cases: Rajkot top cop". The Indian Express. 3 September 2015. Retrieved 2015-09-03.*
14. *স্বামী বিবেকানন্দ(১৮৯৯), বর্তমান ভারত।*
15. Census of India, 2011

Web Source:

- www.wikipedia.org